Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ০৬ day of এপ্রিল **, ২০২২**

Other Suit No. ২৭ / ২০০৭

মনির আহমদ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আব্দুল ছালাম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ৩০/১১/২০২১ খ্রিঃ, ২৩/০১/২০২২ খ্রিঃ, ১৪/০২/২০২২ খ্রিঃ, ২৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ; ও ৩০/০৩/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব শ্রীনিবাস ভট্টচার্য্য Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব অজিত কুমার দে Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

১) **বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

আরজি তফসিল বর্নিত আর এস-৭৬৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৫১ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন ছবির আলী, ফজর বিবি ও মসরফ আলী। উক্ত খতিয়ানে ৩২৩৭ ও ৩২৩৮ দাগে ২৭ শতক ভুমি ফজর বিবির নামে রেকর্ড হয়। ছবির আলী আর এস ৩২৩৯ দাগে তার হিস্যা অনুযায়ী ৬$\frac{৯}{২৪}$ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়। ছবির আলীর মৃত্যুতে তাহার অংশ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

পুত্র আহমদ মিয়া প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী ফজর বিবির মৃত্যুতে তাহার স্বত্ব ১-৩৩ নং বিবাদী এবং মসরফ আলীর মৃত্যুতে তাহার স্বত্ব ৩৪-৩৮ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। বিগত বি এস জরিপ আমলে ভুলক্রমে বাদীগনের পিতা আহমদ মিয়ার স্থলে জনৈক আমিন মিয়ার নাম রেকর্ড হয় এবং তাহার প্রাপ্য √ (দুই আনা) অংশের পরিবর্তে ১০।।// (১০ গন্ডা দুই করা দুই কন্ট) অংশ লিপি হয়। রেকর্ড ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় মূল বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্বে মালিকানা দাবি করিলে বাদীগণ বিগত ২৪/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং বি এস রেকর্ড বাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। সর্বশেষ ০৭/০১/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি দিতে অস্বীকার করায় বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

২) <u>অন্যদিকে ২১ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে</u>

নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ফজর বিবি, ছবির আলী ও মসরফ আলী। তাদের নাম আর এস ৭৬৭ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। উক্ত আর এস ৩২৩৭ ও ৩২৩৮ দাগের সমুদয় ভুমি এককভাবে ফজর বিবির নামে লিপিবদ্ধ হয়। আর এস ৩২৩৯ নং দাগের ২৪ শতক ভুমিতে ফজর বিবি তার অংশ অনুপাতে ৮ গন্ডা বা ১৬ শতকে বাড়ি ভিটিতে ভোগদখলকার ছিলেন। ফজর বিবির মৃত্যুতে তাহার তাহার ত্যজ্যবিত্ত অংশে সর্বমোট ৩৫ শতক ভুমিতে ০৩ পুত্র মনছফ আলী নিধান আলী ও ইছমত আলীরা মালিক হন। মনছপ আলী মরণে পুত্র সোলতান আহাম্মদ ও কন্যা গোলমেহার ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবার সুলতান আহমদের মৃত্যুতে ০২ পুত্র চাঁন মিয়া ১৩ নং বিবাদী ও ছৈয়দ আহমদ ওয়ারীশ হয়। আবার গোলমেহার এর মৃত্যুতে পুত্র ছবির আহমদ ৩ নং বিবাদী ও ০২ কন্যা ছমনা খাতুন ও আনু বেগম ওয়ারীশ হয়। আবার আনু বেগম এর মৃত্যুতে পুত্র জাহাঙ্গীর ওয়ারীশ থাকে। বিবাদীপক্ষ অত্র মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট মর্মে দাবি করেন। কেননা আর এস রেকডীয় মালিকগনের সকল ওয়ারীশ ও জের ওয়ারীশদের বাদী পক্ষ করেননি। এই বিবাদী নালিশী ভুমিতে সুদীর্ঘ ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে নালিশী ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন। বাদীর কোন স্বত্ব- স্বার্থ নেই। বিএস খতিয়ান শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

৩) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

৪) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মনির আহমদ (P.W.1); জানে আলম (P.W.2) ও আশরাফ আলী (P.W.3)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ খলিল আহমদ (D.W.1) ।

১ নম্বর বাদী মনির আহমদ (P.W.1) এবং ২১ নম্বর বিবাদী খলিল আহমদ (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। কোলাগাঁও মৌজার আর এস ৭৬৭ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ১
২। কোলাগাঁও মৌজার বি এস ১১৯৮ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ২
৩। নামজারি ২২৪০ নং খতিয়ান এর মূল কপি	প্রদর্শনী ৩

অপরদিকে বিবাদীপক্ষ তাহার পক্ষে কোন দলিল দাখিল করেন নি।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৫) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন বাদীর পিতামহ ছবির আলী। আর এস ৭৬৭ খতিয়ানে ছবির আলী √ (দুই আনা) অংশে আর এস ৩২৩৯ দাগে ৬$\frac{৯}{২৪}$ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়। ছবির আলীর মৃত্যুতে উক্ত সম্পত্তি পুত্র আহমদ মিয়া প্রাপ্ত হয়। সর্বশেষ বি এস খতিয়ানে ভুলভাবে বাদীগনের পিতা আহমদ মিয়ার স্থলে জনৈক আমিন মিয়ার নাম লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার প্রাপ্য √ (দুই আনা) অংশের পরিবর্তে ১০।।// (১০ গন্ডা দুই করা দুই কন্ট) অংশ লিপি হয়। ভুল রেকর্ডের কারনে বিবাদীগণ বাদীগনের স্বত্বে মালিকানা দাবি করিলে বাদীগণ সর্বপ্রথম ২৪/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে মর্মে অবগত হন। সর্বশেষ ০৭/০১/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি দিতে অস্বীকার করেন। বিগত ০৭/০১/২০০৭ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৫/০২/২০০৭ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৭) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী- ১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ৭৬৭ খতিয়ানে মোট ৫১ শতক ভূমির মালিক ছিলেন ০৩ জন যথা- ফজর বিবি, ছবির আলী ও মসরফ আলী। উক্ত খতিয়ানে ০৩ দাগের মধ্যে আর এস

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

৩২৩৭ ও ৩২৩৮ দাগভুমি এককভাবে ফজর বিরি নামে রেকর্ড হয়। ছবির আলী তার √ (দুই আনা) অংশে আর এস ৩২৩৯ দাগে ৬$\frac{৯}{২৪}$ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়। উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে ছবির আলীর মৃত্যুতে উক্ত সম্পত্তি পুত্র আহমদ মিয়া প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে আহমদ মিয়ার ওয়ারীশ সূত্রে তারা নালিশী সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও ভোগদখলে আছেন। বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 আরজি সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান পূর্বক বলেছেন যে তারা নালিশী আর এস ৩২৩৯ দাগে ০২ আনা অংশ হিসাবে ৬$\frac{৯}{২৪}$ শতাংশে মালিক দখলকার আছেন। আর এস ৩২৩৭ ও ৩২৩৮ দাগের তাদের কোন দাবি নেই। বাদীপক্ষের দখলী সাক্ষী P.W.2 ও P.W.3 দাবিকৃত দাগে বাদীপক্ষের দখলে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস- ১১৯৮ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ১(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ৩২৩৯ নং দাগ বি এস খতিয়ানে ৬৩৫৪ নং দাগ হয়। প্রদর্শনী- ১(খ), ২২৪০ নং জমা খারিজ খতিয়ান প্রকাশ মতে, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আসে। এদিকে বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২১ নং বিবাদী D.W.1 জেরাতে স্বীকার করেছেন যে বাদীগণ আর এস রেকর্ডীয় প্রজা ছাবের আলীর ওয়ারীশ। ছাবের আলীর ০২ আনা স্বত্বে তাহার কোন দাবি নেই। ছাবের আলীর পুত্র আহমদ মিয়ার ছেলে বাদীরা ০২ আনা অংশে দখলে আছে। D.W.1 সাক্ষ্য বিশ্লেষনে প্রতীয়মান হয় যে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ ভোদগখলে আছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

৮) উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, আর এস ৭৬৭ খতিয়ানে ৫১ শতক ভুমিতে বাদীপক্ষের পূববর্তী ছাবের আলী ০২ আনা অংশে ৩২৩৯ দাগে বাড়ি রকম ভুমিতে ৬$\frac{৯}{২৪}$ শতাংশের মালিক ছিলেন। বর্তমানে উক্ত সম্পত্তিতে আর এস রেকর্ডীর ওয়ারীশ হিসাবে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখল রয়েছে। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস- ১১৯৮ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ১(ক) পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ৩২৩৯ দাগ সর্বশেষ বি এস খতিয়ানে ৬৩৫৪ নং দাগ হয়েছে। কিন্তু বি এস খতিয়ানে মালিকের কলামে জনৈক আমিন মিয়া পিং- ছবির আলী এর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং অংশের কলামে √ (দুই আনা) অংশের পরিবর্তে ১০।।// (১০ গন্ডা দুই করা দুই কন্ট) অংশ লিপি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মালিকের কলামে আমিন মিয়ার স্থলে বাদীর পিতা আহমদ মিয়ার নাম এবং অংশের কলামে √ (দুই আনা) অংশ রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৯) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ</u>

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ২১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ১১৯৮ নং খতিয়ানে বাদীগণের পিতা আহমদ মিয়ার স্থলে আমিন মিয়া নাম এবং তাহার প্রাপ্য √ (দুই আনা) অংশের স্থলে ১০।।// (১০ গন্ডা দুই করা দুই কন্ট) অংশ ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম